মেহেরপুরে ডেঙ্গু ও করোনা প্রতিরোধ বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে ডেঙ্গু ও করোনা প্রতিরোধ বিষয়ক জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ডেঙ্গু ও করোনা সংক্রমণ রোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, চিকিৎসা প্রস্তুতি, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় জোরদারের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সভাপতির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন, “ডেঙ্গু ও করোনা উভয় রোগই জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি। এ দুটির প্রতিরোধে সম্মিলিত উদ্যোগ ও জনসচেতনতা সৃষ্টি অত্যন্ত জরুরি।”

সভায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. এ.কে.এম. আবু সাইদ,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ তরিকুল ইসলাম, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. শাহারিয়ার শাইলা জামান, মেডিকেল অফিসার ডা. মো. ইনজামামুল হক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হযরত আলী, সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আসাদুল ইসলাম এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন প্রমুখ।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে

ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সেমিনার

মেহেরপুরে দিনব্যাপী ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি এর উদ্যোগে এবং মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগিতায় সোমবার (২৩ জুন) সকালে কলেজের মিলনায়তনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ খেজমত আলী মালিথার সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. একেএম নজরুল কবির।
এনআরবিসি ব্যাংক মেহেরপুর শাখার ব্যবস্থাপক মুনির আহমেদের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের কুষ্টিয়া শাখার ব্যবস্থাপক শেখ মোশাররফ আলী।

বিশেষ আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ফুয়াদ খান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ কাওছার আলী, ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক এস. এম. আশরাফুল হাবিব এবং এনআরবিসি ব্যাংকের খুলনা ও বরিশাল বিভাগের এফভিপি ও জেনারেল হেড মোঃ আব্দুল হামিদ।

সেমিনারে শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাংকিং সেক্টরে ক্যারিয়ার গঠনের সম্ভাবনা, কর্পোরেট দক্ষতা, আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতি ও আত্মউন্নয়নমূলক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

মেহেরপুরে তিনদিনব্যাপী আম মেলার উদ্বোধন

রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুরে শুরু হয়েছে তিনদিনব্যাপী আম মেলা।

জেলা প্রশাসন ও জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে

রোববার সকালে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের খামারবাড়ি প্রাঙ্গণে এ মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ সামছুল আলম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসির উপপরিচালক হাফিজুল ইসলাম ও সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুল রহিম।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক শায়খুল ইসলাম। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা আশরাফুল আলম ও চায়না পারভিন প্রমুখ।

মেহেরপুর সদর ইটভাঙা মালিক সমিতির নির্বাচন সম্পন্ন

মেহেরপুর সদর উপজেলা ইটভাঙা মালিক সমিতির দ্বিবার্ষিক নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে সমিতির কার্যালয়ে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনে ৯টি পদে মোট ১৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৪ জন ভোটারের মধ্যে ১৯১ জন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন, যা উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি।

সভাপতি পদে শামিমুল ইসলাম লিজন (প্রতীক: ছাতা) ১০৯ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাবলু ইসলাম (প্রতীক: গরুরগাড়ি) পান ৭৩ ভোট। সহ-সভাপতি পদে মহিদুল ইসলাম (চেয়ার) ৯৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন, তার প্রতিদ্বন্দ্বী সালিকুল রহমান (আনারস) পেয়েছেন ৮০ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (দোয়াত-কলম) ৮৯ ভোট পেয়ে ২ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী

রাকিবুল ইসলাম সজল (ফুটবল) পেয়েছেন ৮৭ ভোট।

অন্যান্য বিজয়ীরা হলেন সহ-সম্পাদক: সেন্টু (বই) ১০৪ ভোট, সাংগঠনিক সম্পাদক: সোহরাব আলী (সাইকেল) ৯৭ ভোট, কোষাধ্যক্ষ: জাকারিয়া জামু (মই) ১২০ ভোট, প্রচার সম্পাদক: আলমগীর হোসেন (মোরগ) ১০৮ ভোট। নির্বাহী সদস্য পদে শিমুল (টিউবওয়েল) ১০৭ ভোট এবং রবিউল ইসলাম জাম্বু (কবুতর) ৯৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন।

নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন, মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা। সহকারী নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সাখাওয়াত হোসেন সবুজ ও কুতুব উদ্দিন বাবু। এছাড়া নির্বাচনী কার্যক্রমে সহায়তা করেন আহ্বায়ক খোরশেদ আলম লাভলু, যুগ্ম আহ্বায়ক বেলাল হোসেন, সদস্য ইসমাইল হোসেন, মোজাফফর হোসেন ও সাফায়েত হোসেন।

নির্বাচন শেষে ফলাফল ঘোষণার পর বিজয়ী প্রার্থীদের সমর্থকরা আনন্দ মিছিল করেন এবং নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ সমিতির কার্যক্রমে গতিশীলতা ও সদস্যদের কল্যাণে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশ গড়তে হলে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা জরুরি

“ইনসাফ ও ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ গড়তে হলে ইসলামী হুকুমতের কোনো বিকল্প নেই” মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান।

তিনি বলেন, “জামায়াতের প্রতিটি জনশক্তিকে মাঠপর্যায়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে এবং ইসলামী চিন্তাধারাকে সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।”

শনিবার মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আয়োজনে পৌর কমিউনিটি সেন্টারে দিনব্যাপী রোকন শিক্ষাশিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব

কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা আমীর মাওলানা তাজউদ্দীন খান। শিবির পরিচালনা করেন জেলা তারবিয়াত সেক্রেটারি মাওলানা রফিকুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চল টিমের সদস্য ডা. আলমগীর বিশ্বাস, কুষ্টিয়া জেলা আমীর অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাশেম ও জেলা কর্মপরিষদের সদস্য মাওলানা আব্দুল মজিদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা নায়েবে আমীর মাওলানা মহাবুব উল আলম, জেলা সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, বায়তুলমাল সেক্রেটারি জারজিস হুসাইন, রাজনৈতিক সেক্রেটারি মাওলানা রুহুল আমিন, দাওয়াহ বিভাগীয় সেক্রেটারি মাওলানা সোহেল রানা, প্রচার সেক্রেটারি খাইরুল বাসার, যুব বিভাগীয় সেক্রেটারি সোহেল রানা ডলার এবং শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল।

শিবিরে রোকনদের মাঝে আদর্শিক, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বিষয়ে নানা দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এ কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও রোকনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

গাংনীতে স্বেচ্ছাশ্রমে মসজিদের ওযুখানার রাস্তা মেরামত জামায়াতের

মেহেরপুরের গাংনীতে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশে দীর্ঘদিন অবহেলিত পড়ে থাকা একটি রাস্তা অবশেষে স্বেচ্ছাশ্রমে মেরামতের কাজ শুরু করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় নেতাকর্মীরা। ওজুখানার যাতায়াতের এই রাস্তাটি দুই বছর ধরে সংস্কারবিহীন থাকায় মুসল্লিরা চরম দুর্ভোগে ছিলেন।

শুক্রবার (২০ জুন) সকাল ৯টার দিকে জামায়াত নেতাকর্মীরা নিজ উদ্যোগে রাবিশ ও মাটি দিয়ে রাস্তার মেরামতের কাজ শুরু করেন। এতে নেতৃত্ব দেন জেলা জামায়াতের সূরা সদস্য ও মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য প্রার্থী নাজমুল হুদা। এসময় গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর আহসানুল হক, পৌর জামায়াতের বায়তুল মাল সম্পাদক জিল্লুর রহমানসহ জামায়াতের অন্যান্য নেতাকর্মী উপস্থিতি উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্পের আওতায় প্রায় দুই বছর আগে গাংনী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ওজুখানাটি ভেঙে ফেলা হয়। একই সময়ে পৌরসভার পক্ষ থেকে শুরু হয় ড্রেন নির্মাণ কাজ। কিন্তু উভয় প্রকল্পই দীর্ঘ সময় ধরে অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকায় মসজিদের মুসল্লিদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

বর্ষা মৌসুমে কাদায় পথ অচল হয়ে পড়ে, এমনকি ওজু করতেও সমস্যায় পড়েন মুসল্লিরা। অভিযোগ উঠেছে, স্থানীয় প্রশাসন ও পৌর কর্তৃপক্ষ বারবার আশ্বাস দিলেও দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যার সমাধানে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি।

নিজ উদ্যোগে রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করার বিষয়ে জেলা জামায়াতের সূরা সদস্য ও এমপি প্রার্থী নাজমুল হুদা বলেন:“রাস্তা না থাকায় মসজিদের ওজুখানায় যাওয়া দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। বৃষ্টি হলে পা রাখা যেত না। সরকারি কোনো সাহায্য না পেয়ে আমরা নিজেরাই মাটি ও রাবিশ নিয়ে নেমে পড়েছি। আল্লাহর ঘরের জন্য আমরা নিজেরা এগিয়ে এসেছি।”

তিনি আরও বলেন,“শুধু অভিযোগ করে বসে থাকলে হবে না। জনগণের জন্য, ইসলামের জন্য কাজ করতেই আমরা রাজনীতি করি।”

সাংবাদিক মাহাবুব চান্দুর

মামলা খারিজ, উচ্চ আদালতে করবেন আপিল

মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর দায়ের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের একটি মামলা খারিজ করে দিয়েছেন ট্রাইবুনাল আদালত।

বর্তমান সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কয়েকটি ধারা রেখে আইনটি বাতিল করায় আদালত মামলাটি খারিজ করেন। তবে মামলার বাদী উচ্চ আদালতে খারিজের বিরুদ্ধে আপিল করবেন বলে জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার খুলনার বিভাগীয় স্পেশাল সাইবার ট্রাইবুনাল আদালতের বিচারক মমিনুন নেসা শুনানি শেষে মামলাটি খারিজ করে দেওয়ার আদেশ দেন।

২০২৩ সালে মাহবুব চান্দু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮—এর ২৪/২৫(১)(ক)/২৫(১)(খ)/২৫(২)/২৯/৩১/৩৫ ধারায় মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোতাসিম বিল্লা মতু, সাইফুল বাহার স্বাধীন, মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিন, শামীম হাসান সোহাগ, তৌহিদুল ইসলাম লিওন, সৌমিক এবং এস. এম. মেহরাব হোসেনকে আসামি করে মামলাটি দায়ের করেন।

কিছুদিন আগে বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কয়েকটি ধারা ব্যতিত আইনটি বাতিল করলে আদালত শুনানির পর মামলাটি খারিজ করে দেন।

মামলার বাদী মাহাবুব চান্দু বলেন, কোনো আইন বাতিল বা স্থগিত করা হলে পূর্বের মামলাগুলো চলমান থাকার কথা। কিন্তু বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের একটা অধ্যাদেশে সাইবার নিরাপত্তা আইনের কিছু ধারা বাতিল করেছে। আমার মামলার অভিযোগ ইতোমধ্যে পিবিআই কুষ্টিয়া তদন্ত করে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তা স্বত্বেও মামলাটি কি কারণে বাতিল হলো সেটি জানতেই উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হবো।

মেহেরপুরে ৩ দিনব্যাপী ফল মেলা উদ্বোধন

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী ফল মেলা। আজ বৃহস্পতিবার সকালে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের খামারবাড়ি প্রাঙ্গণে এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ সামছুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মুহাঃ আবদুল্লাহ আল আমীন, বিএডিসির উপ-পরিচালক হাফিজুল ইসলাম এবং সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুল রহিম।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক শায়খুল ইসলাম। সঞ্চালনা করেন সদর উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ মনিরুজ্জামান।

“দেশি ফল বেশি খাই, আসুন ফলের গাছ লাগাই” প্রতিপাদ্য নিয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আশরাফুল হাবিব, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সাধন চন্দ্র সরকার, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জাকারিয়া পারভেজ এবং আম চাষি সাইদুর রহমান শাহীন প্রমুখ। মেলার স্টল পরিচালনা করেন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা চায়না পারভীন

ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধনের পর জেলা প্রশাসক বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। মেলায় ৬টি স্টলে আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, ড্রাগন, লেবু, তাল, কামরাঙ্গা, খেজুর, জামরুল, পেঁপে, গাব, আঁশফল, মালটা ও পেয়ারাসহ নানা জাতের দেশি ফল প্রদর্শিত হয়েছে।

স্থানীয় কৃষকদের উৎসাহিত করতে এবং জনগণের মাঝে দেশি ফলের গুরুত্ব তুলে ধরতেই এ মেলার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান আয়োজকরা।

ঘুষের টাকা বদহজম অফিস সহকারী সাদ্দামের !

ঘুষের টাকা গ্রহণ করে বদহজম হওয়ায় ফেরৎ দিয়েছেন মুজিবনগর উপজেলা সমাজ সেবা অফিসের অফিস সহকারী সাদ্দাম হোসেন। ঘটনাটি ঘটেছে আজ বুধবার মুজিবনগর সমাজসেবা অফিসে।

আসাদুল শেখ অভিযোগ করে জানান, মুজিবনগর উপজেলার ভবের পাড়া গ্রামের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী আসাদুল শেখ প্রতিবন্ধী কার্ড করার উদ্দেশ্যে যান উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়ে। এখানে তার সাথে কথা হয় অফিস সহকারী সাদ্দাম হোসেনের । সবকিছু দেখে শুনে সাদ্দাম হোসেন আসাদুল শেখকে বলেন আপনি প্রতিবন্ধী ভাতা পাওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু শর্ত দেন ভাতা পেলে তাকে ৫০শতাংশ দিতে হবে। অসহায় হিসেবে সেই শর্তে রাজি হয়ে তিনি ফিরে যান বাড়িতে। বিষয়টি অবগত করেন জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম সমন্বয়কারী আরিফ খানকে।

সবশেষ গত ৩০ মে তারিখে ১০ হাজার ২৭১ টাকা মোবাইল ব্যাংকিং পান আসাদুল শেখ। টাকা পাওয়ার পর থেকে সাদ্দাম হোসেন আসাদুল শেখকে বারবার ফোন দেন তার ৫০ পার্সেন্ট টাকা বুঝে নেওয়ার জন্য। আজ বুধবার দুপুরে দাবিকৃত ঘুষের ৫০% টাকা বুঝিয়ে দিতে যান আসাদুল শেখ । চারটি এক হাজার টাকার মোট চার হাজার টাকা দিয়ে অফিস সহায়ককে তার ঘুষের টাকা বুঝিয়ে দেন।

পরবর্তীতে সাথে সাথেই বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ করেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান এর কাছে। মাহমুদুল হাসানের কঠোর পদক্ষেপে অভিযোগ স্বীকার করে পকেটে থাকা চার হাজার টাকা বের করে দিতে বাধ্য হন সাদ্দাম হোসেন।

এ বিষয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির আরিফ খান বলেন, সমাজ সেবা অফিসের অফিস সহকারী সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে আরো অনেক অভিযোগ রয়েছে এরকম ঘুষের টাকা দাবি করার। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানান বিষয়টি সুষ্ঠু তদন্তের।

ঘুষের অভিযোগের বিষয়ে অফিস সহকারী সাদ্দাম হোসেনের সাথে মুঠোফোনে বার বার যোগাযোগ করা হলেও পাওয়া যায়নি। পরে তিনি ফোন করে জানান, ভুল-ত্রুটি হয়ে গেছে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে। তবে ঘুষ গ্রহণের অডিও কথোপকথন রয়েছে মেহেরপুর প্রতিদিনের

হাতে।

মুজিবনগর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান বলেন, বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অবগত করবেন তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

প্রসঙ্গত, অভিযুক্ত অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক সাদ্দাম হোসেন উপজেলা সমাজসেবা অফিসে চাকরি করছেন ২৩ আগস্ট ২০২৩ সাল থেকে।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত কার্যক্রম সক্রিয়করণে সমন্বয় সভা

মেহেরপুরে বাংলাদেশ গ্রাম আদালত কার্যক্রম সক্রিয়করণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বিচারিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনসচেতনতা তৈরিতে প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় অংশীজনদের সাথে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুরের স্থানীয় সরকার উপ-পরিচালক মো: তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

প্রকল্পের জেলা ম্যানেজার আছাদুজ্জামান গ্রাম আদালত কার্যক্রম নিয়ে মেহেরপুরের তিন উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদের অগ্রগতির চিত্র তুলে উপস্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বিচারিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য অংশীজনদের ভূমিকার গুরত্ব তুলে ধরেন।

এসময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আশাদুল ইসলাম, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, পলাশীপাড়া সমাজকল্যান সমিতির নির্বাহী পরিচালক মোশাররফ হোসেন ।

বক্তারা বলেন, গ্রাম আদালত কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কাছে এখনো তথ্য পৌছায়নি। বিভিন্ন সেমিনার, মিটিং, লিফলেট এবং মাইকিংয়ের মাধ্যমে জহনসাধারণের মাছে প্রচারনা চালানোর আহবান জানান।

জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন, প্রতিনিয়ত ছোট ছোট সমস্যা নিয়ে সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে আসেন। অথচ সেগুলো অনায়াসেই গ্রাম আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে গ্রাম আদালত কার্যক্রমকে গতিশীল করতে আপনারা যারা অংশীজন রয়েছেন তাদের বিষয়টিতে মনিটরিং করতে হবে।